ভিতালি বিয়ানকি

প্রথম শিকার





মুরগিগুলোর পিছনে উঠোনময় ছুটোছুটি করতে করতে কুকুরছানাটা বিরক্ত হয়ে উঠলো।

'ধুত্তোর, বরং জঙ্গলে পশু-পাখি শিকার করতেই যাই এবার,' ভাবতে থাকে সে।

নাছ দুয়ারের নিচের ফোকর গলে সে মাঠপানে দৌড়ুলো।

বনের যত পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ সবাই দেখতে পেল তাকে আর ভাবতে লাগলো যে যার মনে মনে।

বক ভাবলো: 'ঠকাতে হবে ওকে!'

ঝুঁটিদার পাখিটা ভাবে: 'অবাক করে দেবো ওকে!'

তিতির ভাবে: 'ভয় দেখাবো ওকে!'

গিরগিটি ভাবে: 'ওর সাথে প্যাঁচ কষতে হবে!'

শুঁয়োপোকা, প্রজাপতি আর ফড়িং ভাবতে বসে: 'আমরা লুকিয়ে থাকবো।'

থুড়িপোকা ভাবলো: 'আমি তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবো।'

'আমরা যে যার নিজ নিজ উপায়ে আমাদের গা বাঁচাবো,' তারা সবাই যে যার মতো এ-কথাটা ভাবলো।

কুকুরছানা ততক্ষণে দৌড়ে জলার ধারে চলে গেছে, সেখানে দেখে একটা বক নলখাগড়ার বনে এক হাঁটু পানির মধ্যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।



'এ-ই-বা-র, দাঁড়াও, ধরবো ওকে!' কুকুরছানা ভাবে, বকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হয়ে যায় সে।
কিন্তু বগামামা ঠিকই দেখে ফেলেছে তাকে, সে তখন খাগড়াবনে আরো ভিতরে ঢুকে যায়।
জলার উপর হাওয়া বইছে জোর, নলখাগড়ার বন দুলতে থাকে। খাগড়াবন দোদুল দোলে

সামনে পিছে,
সামনে পিছে।

কুকুরছানা তার চোখের ওপর হলুদ আর খয়েরী ডোরা দুলতে দ্যাখে



সামনে পিছে,
সামনে পিছে।

আর বকটিও খাগড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, একেবারে সরু টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, হলুদ আর খয়েরী ডোরায় ছেয়ে যায় তার গা।

দাঁড়িয়ে থাকে, দুলতে থাকে

সামনে পিছে,
সামনে পিছে।





কুকুরছানা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে আর তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নলখাগড়ার ভিতরে বককে আর দেখতে পায় না।

'আরে,' ভাবতে থাকে সে, 'বকটা তবে ঠকালো আমাকে। ফাঁকা ঝোপে লাফিয়ে কি লাভ! বরং অন্য পাখি ধরি গে।'

দৌড়ে যায় সে টিলার উপর, দ্যাখে: ঝুঁটিদার পাখি বসে আছে মাটির উপর, ঝুঁটি নিয়ে খেলছে সে — একবার খুলছে, তো আরেকবার মুড়ছে।

'ঠিক আছে, এক্ষুনি টিলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওর ওপর!' কুকুরছানা ভাবতে থাকে।

কিন্তু ঝুঁটিদার পাখি বিছিয়ে দেয় নিজেকে মাটির উপর, ছড়িয়ে দেয় তার ডানাদুটো, লেজটা খুলে ধরে, ঠোঁট তুলে ধরে উপর পানে।

কুকুরছানা দ্যাখে: পাখি তো উধাও, শুধু পড়ে আছে বুটিদার এক খণ্ড কাপড় মাটির উপরে আর তীক্ষ্ন সুচের মতো একটা কী বেরিয়ে আছে তার থেকে।

অবাক মানে কুকুরছানা: 'ঝুঁটিদার পাখি গেলটা কোথায়? পাখির বদলে এখন এই ন্যাকড়ার টুকরো আমি নিই কীভাবে? নাঃ, বরং জলদি কোথাও ছোটোমোটো অন্য একটা পাখিই ধরি।'

দৌড়ে সে একটা গাছের কাছে গেল আর দেখতে পেল, একটা ডালে বসে আছে এক ছোট্টো তিতির।





ঝাঁপিয়ে পড়লো সে তার ওপর, আর তিতির — ত্রুক্ করে গাছের কোটরে ঢুকলো।

'এই-বার!' ভাবে কুকুরছানা, 'কেমন ফাঁদে পড়েছ!'

পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো সে, উঁকি মারলো কোটরের মধ্যে, আর তখন সেই অন্ধকার কোটর থেকে কালো এক সাপ কিলবিলিয়ে উঠে ভয়ানক হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগলো।

লাফ মেরে সরে আসে সে, ঘাড়ের লোম খাড়িয়ে যায় তার, তারপর — দে ছুট্।

তার পিছনে কোটরের ভিতর থেকে হিস্ হিস্ করতে থাকে তিতির, ঘাড় ঘুরুতে থাকে, আর তার ফালি ফালি দাগওলা পালক পিঠের উপরে নড়েচড়ে ওঠে, ঠিক যেন ছোট্টো কোনো সাপ।

'ওহ্! কী ভয়টাই পেয়েছিনু! পড়ি কি মরি দৌড় না দিলে গেছনু আর কি! পাখিটাখি শিকার আর নয়, বাবা, তার চেয়ে বরং গিরগিটি ধরি গে।'

একটা গিরগিটি বসে ছিল এক পাথরের উপরে, চোখ বন্ধ, রোদ পোহাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে চুপিচুপি তার দিকে এগুতে থাকে কুকুরছানা — তারপর, এক লাফ! আর অমনি গিরগিটির লেজ তার থাবায়...





কিন্তু গিরগিটি এক ঝটকায় ঘুরে যায়, লেজটা রয়ে যায় কুকুরছানার মুখে, তারপর সোজা লুকোয় গিয়ে পাথরের আড়ালে।

কুকুরছানার দাঁতের ফাঁকে তিড়িংবিড়িং করে নড়তে থাকে লেজটা।

কুঁই-কুঁই করে উঠলো কুকুরছানা, ছুঁড়ে ফেলে দিলো লেজটা, তারপর গিরগিটির পিছন ধাওয়া করলো। কিন্তু পেলে তো! গিরগিটি ততক্ষণে পাথরের তলায় চুপচাপ বসে আছে, ফের তার নতুন লেজ গজাতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

'ঠিক আছে,' কুকুরছানা ভাবে, 'গিরগিটিটাই পিছন ফিরে দৌড় মারলো যখন, তখন না হয় পোকামাকড়ই ধরি।'

চারদিক নজর করে দেখলো সে, মাটির উপরে পোকামাকড় ছুটোছুটি করছে, ঘাসের মধ্যে ফড়িং লাফাচ্ছে, গাছের ডালে শুঁয়োপোকা হামা দিচ্ছে, আর হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির দল।

কুকুরছানা ধরতে গেল তাদের সবাইকে — আর তক্ষুনি হঠাৎ তার চারপাশ একেবারে ঠিক ম্যাজিক খেলার মতো: এই তো স-ব ছিল, আর তারপর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সব্বাই লুকিয়ে পড়েছে।

সবুজ ফড়িং সবুজ ঘাসে গা মিশিয়ে লুকিয়েছে।



শুঁয়োপোকাগুলো ডালে গা ছড়িয়ে দিয়ে থমকে রইল, ডাল থেকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না তাদের।

প্রজাপতিরা বসে পড়লো গাছের উপর, মুড়ে ফেললো তাদের পাখ্‌না — বের করাই আর সম্ভব না কোন্‌টা যে বাকল, কোনটাই যে গাছের পাতা আর প্রজাপতিই বা কোন্‌টা।





শুধু একটা ছোট্টো থুড়িপোকা ভ্র্-র্-র্-র্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাটিতে, কোথাও লুকোবার চেষ্টাই তার নেই।

কুকুরছানা তো ধাওয়া করে গেল তার কাছে, তারপর ধরতে গেছে যেই, অমনি — থুড়িপোকা থেমে গিয়ে তার ঝাঁঝালো রস থু-থু করে ছিটিয়ে দিলো ওর দিকে, আর সেটা গিয়ে পড়লো সোজা একেবারে কুকুরছানার নাকের উপরে!

কুকুরছানা কাঁই-কাঁই করে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর লেজ গুটিয়ে উল্টোদিকে দৌড় — সোজা ঘাসভর্তি মাঠের উপর দিয়ে এক্কেবারে ফটকপানে।

সেই যে ঢুকলো সে নিজের গর্তে, তারপর এমন কি নাক বের করে উঁকি দিতেও তার ভয়।

আর ওদিকে বনের জীবজন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সব্বাই তাদের নিজ নিজ কাজে ফের মনোনিবেশ করলো।





ছবি এঁকেছেন: ভিক্তর কিরিল্লভ

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Виталий Бианки

ПЕРВАЯ ОХОТА

На языке бенгали

Б $\frac{70802-904}{014(01)-78}$ 650—78